যায়যায়দিন

তারিখ ....4 JAN 2010...
পৃষ্ঠা ...১৫... কলাম ...৫.....

নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি এ মাসেই

এম মামুন হোসেন

নতুন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সরকারি অনুদানভুক্তকরণ (শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ) সংক্রান্ত নীতির সুপারিশমালা চূড়ান্ত হয়েছে। ফলে দেশের বেসরকারি স্কুল-কলেজ এবং মাদ্রাসা শিক্ষকদের চার বছরের অপেক্ষার প্রহর শেষ হচ্ছে। কাটছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত না হওয়ার বঞ্চনা। চলতি মাস থেকেই নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি শুরু হতে পারে বলে জানা গেছে। নতুন এমপিওভুক্তির জন্য প্রায় সাড়ে ছয় হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আবেদনপত্র থেকে যাচাই-বাছাই করে নতুন নীতিমালা অনুযায়ী সেগুলো এমপিওভুক্ত করা হবে। রোববার প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা, সামাজিক উন্নয়ন ও রাজনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দিন আহমেদ নতুন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সরকারি অনুদানভুক্তকরণ সংক্রান্ত নীতির সুপারিশমালা শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের কাছে হস্তান্তর করেন।

চার বছরের অপেক্ষার প্রহর শেষ হচ্ছে

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ সুপারিশমালা পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত করবে এবং চূড়ান্ত নীতিমালা অনুযায়ী নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, ২০০৪ সালের শেষের দিক থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্তি কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। সূত্র জানায়, মূলত এমপিওভুক্তি কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে সরকার তখন তা বন্ধ করেছিল। এদিকে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর সংসদ সদস্যরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির জন্য মন্ত্রণালয়ে চাপ সৃষ্টি করেন। মূলত নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকায় তারা চাপের মুখে পড়েই মন্ত্রণালয়ে চাপ সৃষ্টি করেন। সরকারের প্রথম বাজেটে অর্থমন্ত্রী ড. আবুল মাল আবদুল মুহিত নতুন এমপিও খাতে ১১২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখেন। একদিন বাদে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দিন আহমেদকে প্রধান করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় 'এমপিও প্রদান' সংক্রান্ত কমিটি গঠন করা হয়। এরপর এ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ছয় হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির জন্য আবেদনপত্র জমা পড়েছে।

জানা গেছে, ২০০৪

শিক্ষা : পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৪

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : এমপিওভুক্তি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সালের সর্বশেষ এমপিওভুক্ত স্কুলের সংখ্যা ছিল ১৫ হাজার ৪৯০, কলেজ ২ হাজার ৩৯৭, মাদ্রাসা ৭ হাজার ৩৪২, কারিগরি প্রতিষ্ঠান ৬৬৩ ও অন্যান্য ৪০৬টি। ওই বছর সর্বাধিক ১ হাজার ৮০২টি প্রতিষ্ঠানকে নতুন করে এমপিভুক্ত করা হয়। এরপর থেকে বাজেটে এ খাতে বরাদ্দ বন্ধ করে দেয়া হয়। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেও এ খাতে কোনো বরাদ্দ ছিল না। অবশ্য খাতওয়ারি বন্ধ থাকার পরও ২০০৪-০৫ অর্থবছরে ২৩টি, ২০০৫-০৬ অর্থবছরে সাতটি এবং ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ৩০টি প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হয়।

বর্তমানে সারাদেশে এমপিওভুক্ত হতে পারেনি এমন ৩ হাজার ২১১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩০ হাজারেরও বেশি শিক্ষক রয়েছেন। তারা সর্বনিম্ন ৪ বছর থেকে ১০ বছর ধরে এমপিওভুক্ত হওয়ার অপেক্ষায় দিন গুনছেন। সরকারের দায়িত্বশীল পর্যায় থেকে জানা গেছে, এসব প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করার জন্য সরকারের ওপর স্থানীয় জনসাধারণ ছাড়াও সংসদ সদস্যদের কাছ থেকে পর্যন্ত প্রচণ্ড চাপ রয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পর প্রথমে পাঠদানের অনুমতি দেওয়া হয়, এরপর একাডেমিক স্বীকৃতি। তারপর শিক্ষা কার্যক্রম, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের যোগ্যতা দেখে এমপিওভুক্ত করা হয়।